তারিখ 27 JUL 2008
পৃষ্ঠা 2

প্রথম আলো কার্যালয়ে অধ্যাপক নজরুল

উচ্চশিক্ষায় বহুমাত্রিক সমস্যার রাতারাতি সমাধান নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক

'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লিখিয়ে কাজ করবেন অন্য প্রতিষ্ঠানে—এটা চলতে পারে না। উচ্চশিক্ষায় প্রকট হয়ে ওঠা এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধানও আমার জানা নেই। তবে আমি যেটুকু বুঝি তা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আরও [illegible] হতে হবে [illegible] নিশ্চিত করতে হবে। এ

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

উচ্চশিক্ষায় বহুমাত্রিক সমস্যার রাতারাতি সমাধান নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আকর্ষণীয় বেতনকাঠামো দরকার। তবে এটাও সত্য, বেতনকাঠামো জেনেই সবাই যোগ দিয়েছেন। তাই ন্যূনতম দায়িত্বটুকু পালন করা উচিত।'

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এ মন্তব্য করেছেন। গতকাল শনিবার *প্রথম আলো* কার্যালয়ে তিনি দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এবং রাজধানীর নগর উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় পত্রিকার বার্তা, সম্পাদকীয় ও রিপোর্টিং বিভাগের সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি।

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর হতাশা প্রকাশ করে ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা এতটাই বহুমাত্রিক যে, রাতারাতি এর কোনো সমাধান নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি একশ্রেণীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতারিত হওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, সরকার যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করেছে এবং সেখানে যারা ভর্তি হচ্ছে, তার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্টদের। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রিট আবেদন করলেও যদি রায় তাদের পক্ষে যায়, তাহলে শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু রিট আবেদন খারিজ হয়ে গেলে এসব শিক্ষার্থী বিপাকে পড়বে। এ ছাড়া চেয়ারম্যান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত শাখায় ভর্তি না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, উচ্চশিক্ষার নামে যারা বাণিজ্য করছে, তাদের খপ্পরে না পড়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বারবার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছে। এর পরও প্রতারণা চলছে, প্রতারিত হওয়ার সংখ্যাও বাড়ছে।

এক প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম দূর করতে উপদেষ্টা পরিষদে নীতিগত অনুমোদন হওয়া অধ্যাদেশ শিগগির চূড়ান্ত করা হবে। ওই অধ্যাদেশ জারি হলে বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চশিক্ষায় নিয়মনীতি ফিরে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জমির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, ২০ একর জমি দিয়ে এখন যেমন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, তেমনি এক হাজার ৪০০ একর জমির ওপর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। আবার চাহিদার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য জায়গা খুঁজছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে, বারান্দায় এমনকি ছাদেও শিক্ষার্থীরা বসবাস করে। তিনি আরও বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান নয় হাজারের পরিবর্তে ২০ হাজার ছাত্র নেওয়া যায়। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আবাসন ও যাতায়াতব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। চেয়ারম্যান আরও বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আবাসন, শিক্ষক, যাতায়াতসহ বিভিন্ন বিষয় সামনে চলে আসে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সমস্যা নেই। সেখানে পাঁচ একরের বদলে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে তিন একর জমির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আবাসন ও যাতায়াত নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিন্তা করতে হয় না। এ ছাড়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় অনেক বেশি। যদিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের সহযোগিতা পায় না। আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাহিদাও মেটাতে পারে না সরকার।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, গত ১০ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন অনেকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, যাঁদের যোগ্যতার অভাব রয়েছে। এমনকি অনেকের শিক্ষকতা করার মতো ন্যূনতম মানসিকতা পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। এতে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার মান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্তব্য করেন, 'নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভালো শিক্ষক আছেন। তবে আমাদের সমস্যা হলো, আমরা প্রতিভাকে অনেক সময় যথাযথ মূল্যায়ন করি না।' তিনি বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির সমালোচনা করলেও মানোন্নয়নের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চেষ্টার কথা উল্লেখ করেন।

ইউজিসিতে অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে অধ্যাপক নজরুল বলেন, এখানে আত্মীয়তা, এলাকা ও দলীয় সূত্রে অনেকের চাকরি হয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানে যোগ্য লোকেরও অভাব রয়েছে। এসব বিষয় চিহ্নিত করে কমিশনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বিষয়ে ধীরে-সুস্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নগর উন্নয়নে কাজ করা অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ঢাকার জলাবদ্ধতা সম্পর্কে বলেন, পানি নিষ্কাশনে উন্নত ব্যবস্থা না থাকায় এ সমস্যা হচ্ছে। যেখানে-সেখানে মাটি ভরাট করে প্লট তৈরির অনুমোদন দিয়ে রাজউক সমস্যার সৃষ্টি করছে। কোনো কোনো ডেভেলপার অবৈধভাবে জলাশয় ভরাট করলেও রাজউক তা নজরদারি করেনি, অথবা দেখেও না দেখার চেষ্টা করেছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে এখনই ঢাকার পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর ওপর তিনি জোর দেন।

প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, উপসম্পাদক আনিসুল হক, বার্তা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফসহ পত্রিকার সম্পাদকীয়, বার্তা ও ফিচার বিভাগের সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।